Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ২৬

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

প্রেক্ষাপট

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপেক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অন্যতম। বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার। বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত বৈশ্বিক প্রতিবেদন ২০১১ অনুসারে, বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে বাংলাদেশে ২ কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধী আছে, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ-তরুণী ।

প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য বিষয়টি আরও জটিল। সমাজের চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণা হলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, বিশেষত নারীরা যৌন জীবনে সক্ষম ও প্রজননক্ষম নয়, অথবা তাঁরা বংশগতভাবে প্রতিবন্ধিতা বহন করে। অন্যদিকে, প্রতিবন্ধী নারীরা ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিতে আছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক বলিষ্ঠ উদ্যোগ জরুরি।

প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন একটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও)। তারা ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন জেলার ২০টি সংগঠনের (ডিপিও) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম, মিথস্ক্রিয়া ও সংলাপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অবস্থা ও আইনগত স্বীকৃতি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতিসংঘের অধিকার সনদ (সিআরপিডি) অনুচ্ছেদ ২৩: গৃহ ও পরিবার-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিয়ে ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অথচ সমাজের নেতিবাচক ও রক্ষণশীল মনোভাব ভেঙে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীরা বিয়ে, পরিবার গঠন ও সন্তান লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষত প্রতিবন্ধী তরুণীদের কাছে যথাযথ তথ্য ও অপরিহার্য জ্ঞান নেই। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া ভ্রান্ত বিশ্বাস, অমর্যাদাকর আচরণ ও অবহেলা তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩- এর বিধিমালায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবু ধারা ১৬(ঙ)-এ 'সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন' বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ১৬(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনি স্বীকৃতি ও বিচারগম্যতা; (ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি; (চ) প্রবেশগম্যতা; ১৬(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি; ও

আইনের তফসিল। নির্যাতন হইতে মুক্তি ও আইনি সহায়তা, (খ) ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা-৩.৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিধি-নিষেধ, নারীর সৌন্দর্য ও পরিবারে নারীর চিরায়ত ভূমিকা প্রতিবন্ধী নারীর বিয়ে ও পরিবার গঠনের প্রধান অন্তরায়। অজ্ঞতা, অসচেতনতা, বৈষম্য, নিগ্রহ ও নির্যাতন প্রতিবন্ধী তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক এসডিজি অর্জনে হুমকি। সাধারণত প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এবং তাঁদের পরিবারে এই বিষয়ে আলোচনা হয় না। প্রতিবন্ধিতা 'অযোগ্যতা'–এই বিবেচনায় প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ে হয় না, হলেও প্রচুর যৌতুক দিতে হয়। বৈবাহিক জীবনে নির্যাতন, সহিংসতা ও সংসার থেকে বিতাড়নের ঘটনা অহরহ ঘটে। যৌন শিক্ষা, যৌন জীবনের স্বাধীন আকাঙ্খা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের ওপর পূর্ণ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সেখানে অনেক দূরের ব্যাপার।

তথ্য উপাত্ত ও গবেষণা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক এসডিজি বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত সূচকসমূহের জন্য লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ সম্পর্কে সাংস্কৃতিক ধারণা, যৌনতা, প্রজনন, বৈষম্য, নির্যাতন, সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য, উপাত্ত ও গবেষণা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্তের অপ্রতুলতা, প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের যেকোনো উদ্যোগের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগেই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণা হয়নি। এর আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সমীক্ষা বা গবেষণার প্রায় সবগুলোই সীমিত পরিসরের, যা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে না।

সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বিশেষত নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার অভাব আছে। অধিকারভিত্তিক স্বীকৃতি থাকলেও এখনো দয়া বা কল্যাণভিত্তিক কাজ করা হয়। বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত আছে, যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত নারী

- যৌন প্রজনন ক্ষমতাহীন অথবা অতিমাত্রায় যৌন সক্রিয়;
- সন্তান ধারণে অক্ষম অথবা প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেয়;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাইবোন বংশগতভাবে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেয়;
- যৌনতায় কাম্য, রোমান্টিক বা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে পারে না;
- প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে অনেক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন, যা খুবই ব্যয়বহুল।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বাজার-নির্মিত চিরায়ত যৌনতা সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস, অবকাঠামো, আচরণগত ও সাংস্কৃতিক বাধার কারণে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচি

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের জন্য এ সংক্রান্ত মূলধারার উদ্যোগগুলোর পর্যালোচনা এই মুহূর্তে খুব জরুরি।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, ঘোষণাপত্র, কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা, প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনা নেই;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই;
- জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের কথা নেই;
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রতিবন্ধী যুবদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের অন্তর্ভুক্তি নেই;
- যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নেই;
- পেনাল কোড, বিয়ে সংক্রান্ত পারিবারিক বা মুসলিম আইন ও বিশেষ আইন, সাক্ষ্য আইনসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ আইনে বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা নেই;

- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি নেই;
- এ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলোতেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই।

বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সংস্কার, জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণে সরকারি উদ্যোগ জরুরি। এসকল সরকারি উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন সহযোগিতা করতে পারে এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

মানসম্পন্ন, সহজলভ্য, একীভূত ও সর্বজনীন সেবা

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন ধরনের সেবাদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেবা পাচ্ছেন না। আবার আইনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কঠিন বলে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়া,

- অবকাঠামোগত ও আচরণগত বাধার পাশাপাশি হাসপাতালসহ সেবাকেন্দ্রগুলোতে তাঁদের প্রবেশ করা কঠিন;
- সচেতনতা, সংবেদনশীলতা ও দক্ষতার অভাব, সেবাদানকারীর সেবা প্রদানে অনীহা;
- প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নীতিমালা, নির্দেশনা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা;
- তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী বান্ধব নয়;
- প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ, রীতি বা চলমান প্রথা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা।

প্রতিবন্ধী তরুণদের বয়োঃসন্ধি, মাসিককালীন, গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী যত্ন ও পরিচর্যা সবচেয়ে উপেক্ষিত। সর্বজনীন সেবার অপ্রতুলতার কারণে প্রতিবন্ধী তরুণী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে।

বৈষম্য, নিগ্রহ ও নির্যাতন প্রতিরোধ, নাগরিক পরিসেবা ও ন্যায়বিচার

প্রতিবন্ধী তরুণীরা ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এ ছাড়াও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকারও লঙ্ঘনের ঘটনা অহরহ ঘটছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের নারী নির্যাতনের সংবাদ বিশ্লেষণে ও টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন আশংকাজনক হারে বাড়ছে, যার সিংহভাগই যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সংক্রান্ত। এ ছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার নিয়ামক হচ্ছে ইন্টারসেকশনালিটি - যেমন:

- লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী তরুণদের তুলনায় প্রতিবন্ধী তরুণীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ;
- আদিবাসী, দলিত, বেদে, চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীতে ঝুঁকি;
- পাহাড়, হাওর, চরাঞ্চল, ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এলাকা ও বস্তিতে ঝুঁকি;
- নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কারাগার ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী, শরণার্থী ও দরিদ্রদের ঝুঁকি বেশি;
- অদৃশ্য প্রতিবন্ধিতা আছে এমন গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের ঝুঁকি।

অর্থায়ন, সমন্বয়, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

প্রতিবন্ধী তরুণদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয়, স্থানীয় কোনো প্রকার বাজেট বরাদ্দ নেই। আবার টার্নিং পয়েন্ট গৃহীত কয়েকটি প্রকল্পের ক্ষুদ্র অনুদান ছাড়া বিদেশি অর্থায়নও পাওয়া যায়নি। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখেনি, যৎসামান্য অর্থায়ন হয়েছে দয়া, করুণা ও কল্যাণভিত্তিক চেতনা থেকে।

সুপারিশমালা

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সংক্রান্ত সকল জাতীয় আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী নাগরিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা, আইন, নীতিমালা বাতিল ও সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সিআরপিডি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনসহ প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষণার সাথে মূলধারার নীতিমালা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;
- সর্বজনীন প্রবেশগম্যতার ভিত্তিতে সকল পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে একীভূত সেবা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে, যাতে তারা স্বল্পমূল্যে, সহজলভ্য, গুণগত মানসম্পন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারে;
- প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযোগী তথ্যপ্রাপ্তি ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে এসডিজি অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন অগ্রাধিকার পাবে;
- সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংবেদনশীলতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে;
- জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অর্থায়ন, বিশেষত কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, দাতাগোষ্ঠী ও স্থানীয় অবদান নিশ্চিত করতে হবে;
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে;
- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধীদের সংগঠন সহযোগিতা করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শুধু মৃদু মাত্রার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ প্রবণতা বাদ দিতে হবে, সকল ধরন ও মাত্রার প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রয়োজনীয় বিভাজিত/পুঞ্জীভূত ও সর্বব্যাপি বিস্তারিত তথ্য, উপাত্ত ও গবেষণার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, উন্নয়ন গবেষণায় কর্মরত প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

TURNING POINT

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন (www.turningpointbd.org)। টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net